G. MONTY
THE MYSTERY OF
ANDROMEDA

এন্ড্রোমিডা রহস্য

পর্ব ১

এন্ড্রোমিডার যুদ্ধ

পটভূমি:

অধ্যায় ১: নীরব সংকেত

২০৫০ সাল। পৃথিবী তার অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আর যুদ্ধবিগ্রহে জর্জরিত মানবজাতি। ঠিক তখনই মহাকাশের নীরবতা ভেঙে একটি সংকেত ভেসে আসে। এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি থেকে আসা সেই সংকেত ছিল এক আর্তনাদ, এক আসন্ন ধ্বংসের পূর্বাভাস।

তানিয়া, একজন তরুণ মহাকাশ বিজ্ঞানী, সংকেতটি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন, এন্ড্রোমিডার এলিয়েনদের মধ্যে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে। নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে কিছু এলিয়েন নেতা বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করে নিজেদের গ্রহকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের এই সংঘাত শুধু তাদের নিজেদের নয়, পুরো গ্যালাক্সির অস্তিত্বের জন্য হুমকি।

তানিয়া এই সংকট মোচনের জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মানবজাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করে, তবে এই বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব। কিন্তু তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর রাজনৈতিক অস্থিরতা আর মানুষের মধ্যে থাকা এলিয়েনদের প্রতি ভয়।

অধ্যায় ২: কিরা-র বার্তা

এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে, কিরা, একজন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, তার সমাজের ধ্বংসলীলা দেখে গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি জানেন, এই যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারলে তাদের সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিরা একটি গোপন বার্তা পাঠান পৃথিবীতে, যেখানে তিনি তানিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

কিরা তানিয়াকে জানান, তাদের সমাজে কিছু নেতা নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা এমন এক অস্ত্র তৈরি করেছে, যা পুরো গ্যালাক্সিকে ধ্বংস করতে সক্ষম। এই অস্ত্রটি

শুধুমাত্র শারীরিক ধ্বংসই করে না, বরং এলিয়েনদের মনের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাদের মধ্যে সহিংসতা বাড়িয়ে তোলে।

তানিয়া এবং কিরা মিলে একটি পরিকল্পনা করেন। তানিয়া এমন একটি যন্ত্র তৈরি করবেন, যা এলিয়েনদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করবে এবং তাদের সহিংসতা পরিহার করতে সাহায্য করবে। কিরা সেই যন্ত্রের প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সহায়তা করবেন।

অধ্যায় ৩: মন্টি ও লিনার প্রচেষ্টা

তানিয়ার বন্ধু মন্টি, একজন প্রযুক্তি বিশ্লেষক, এবং লিনা, একজন সমাজকর্মী, এই মিশনে তানিয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। মন্টি এলিয়েন প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করে তানিয়ার যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন। লিনা মানুষের মধ্যে এলিয়েনদের প্রতি ভীতি দূর করতে এবং তাদের সাহায্য করার জন্য জনমত গড়ে তোলেন।

কিন্তু তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইমতিয়াজ, একজন সামরিক জেনারেল, যিনি এলিয়েনদের মানবজাতির জন্য হুমকি মনে করেন। তিনি তানিয়ার গবেষণা বন্ধ করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

অধ্যায় ৪: যন্ত্রের নির্মাণ

তানিয়া এবং তার দল দিনরাত পরিশ্রম করে যন্ত্রটি তৈরি করেন। যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে এটি বিশেষ ধরনের তরঙ্গ নির্গত করে এলিয়েনদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে।

যন্ত্রটি তৈরি হওয়ার পর, তানিয়া এবং কিরা একটি পরীক্ষা চালান। তারা যন্ত্রটিকে একটি ছোট এলিয়েন গ্রুপের উপর প্রয়োগ করেন। দেখা যায়, যন্ত্রটি কাজ করছে। এলিয়েনরা সহিংসতা পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।

অধ্যায় ৫: আয়মানের সহযোগিতা

আয়মান, একজন তরুণ কলেজ ছাত্র, এলিয়েন প্রযুক্তি নিয়ে গভীর আগ্রহ রাখে। সে তানিয়ার মিশনের কথা জানতে পেরে তার সাথে যোগ দেয়। আয়মান তার প্রযুক্তিগত জ্ঞান দিয়ে যন্ত্রটিকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে।

কিন্তু ইমতিয়াজ এবং তার দল আয়মানকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা আয়মানকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে, কিন্তু আয়মান পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

অধ্যায় ৬: এন্ড্রোমিডায় যাত্রা

তানিয়া, মন্টি, লিনা, আয়মান এবং কিরা একটি মহাকাশযানে করে এন্ড্রোমিডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের এই যাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ইমতিয়াজ এবং তার দল তাদের অনুসরণ করে।

এন্ড্রোমিডায় পৌঁছে তারা দেখেন, গৃহযুদ্ধ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এলিয়েনদের শহরগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর সাধারণ এলিয়েনরা প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

অধ্যায় ৭: যন্ত্রের প্রয়োগ

তানিয়া এবং তার দল যন্ত্রটি ব্যবহার করে এলিয়েনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তারা যন্ত্রটিকে এলিয়েনদের প্রধান শহরে স্থাপন করেন এবং এর তরঙ্গ পুরো শহরে ছড়িয়ে দেন।

যন্ত্রটির প্রভাবে এলিয়েনদের মধ্যে সহিংসতা কমতে শুরু করে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

কিন্তু ইমতিয়াজ এবং তার দল তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা যন্ত্রটি ধ্বংস করার চেষ্টা করে, কিন্তু তানিয়া এবং তার দল তাদের প্রতিহত করে।

অধ্যায় ৮: শান্তির জয়

শেষ পর্যন্ত, তানিয়া এবং তার দলের প্রচেষ্টায় গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়। এলিয়েনরা তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং নতুন করে তাদের সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

তানিয়া এবং তার দল এলিয়েনদের সাথে মিলে একটি নতুন সমাজ গঠনের পরিকল্পনা করেন, যেখানে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং সহাবস্থান থাকবে।

ইমতিয়াজ এবং তার দল তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং তানিয়ার কাছে ক্ষমা চান। তারা বুঝতে পারে, সহিংসতা কোনো সমস্যার সমাধান নয়, বরং শান্তি এবং সহযোগিতা-ই একমাত্র পথ।

অধ্যায় ৯: পৃথিবীর পরিবর্তন

এন্ড্রোমিডার ঘটনার পর পৃথিবীতেও পরিবর্তন আসে। মানুষের মধ্যে এলিয়েনদের প্রতি ভীতি দূর হয় এবং তারা এলিয়েনদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

তানিয়া এবং তার দল পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা মানুষের সাথে শেয়ার করেন। তারা মানুষকে শেখান, কীভাবে শান্তি এবং সহাবস্থান গড়ে তোলা যায়।

পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে, তাদের নিজেদের মধ্যে থাকা বিভেদ এবং সহিংসতা দূর করতে না পারলে তাদের অবস্থাও এন্ড্রোমিডার মতো হতে পারে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করে।

অধ্যায় ১০: নতুন যুগের সূচনা

তানিয়া এবং তার দলের প্রচেষ্টায় এন্ড্রোমিডা এবং পৃথিবী উভয়ই একটি নতুন যুগে প্রবেশ করে। এই যুগ ছিল শান্তি, সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের যুগ।

মানুষ এবং এলিয়েনরা একে অপরের সাথে মিলেমিশে কাজ করে এবং নতুন প্রযুক্তি এবং জ্ঞান আদান-প্রদান করে। তারা বুঝতে পারে, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা সবাই একই মহাবিশ্বের অংশ।

এই গল্পটি আমাদের শেখায়, শান্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ-ই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান। সহিংসতা এবং ঘৃণা শুধুমাত্র ধ্বংস ডেকে আনে। আমাদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ এবং সহাবস্থানমূলক বিশ্ব গড়ে তোলা।

সুচিপত্র

অধ্যায় ১: নীরব সংকেত	৭
অধ্যায় ২: কিরার বার্তা	১১
অধ্যায় ৩: মন্টি ও লিনার প্রচেষ্টা	১৫
অধ্যায় ৪: যন্ত্রের নির্মাণ	২৩
অধ্যায় ৫: আয়মানের সহযোগিতা	২৭
অধ্যায় ৬: এন্ড্রোমিডায় যাত্রা	৩১
অধ্যায় ৭: যন্ত্রের প্রয়োগ	৩৫
অধ্যায় ৮: শান্তির জয়	৩৯
অধ্যায় ৯: পৃথিবীর পরিবর্তন	৪২
অধ্যায় ১০: নতুন যুগের সূচনা	৪৫

অধ্যায় ১: নীরব সংকেত

পৃথিবীর মানুষ তখনও জানত না যে মহাকাশের কোথাও কেউ তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

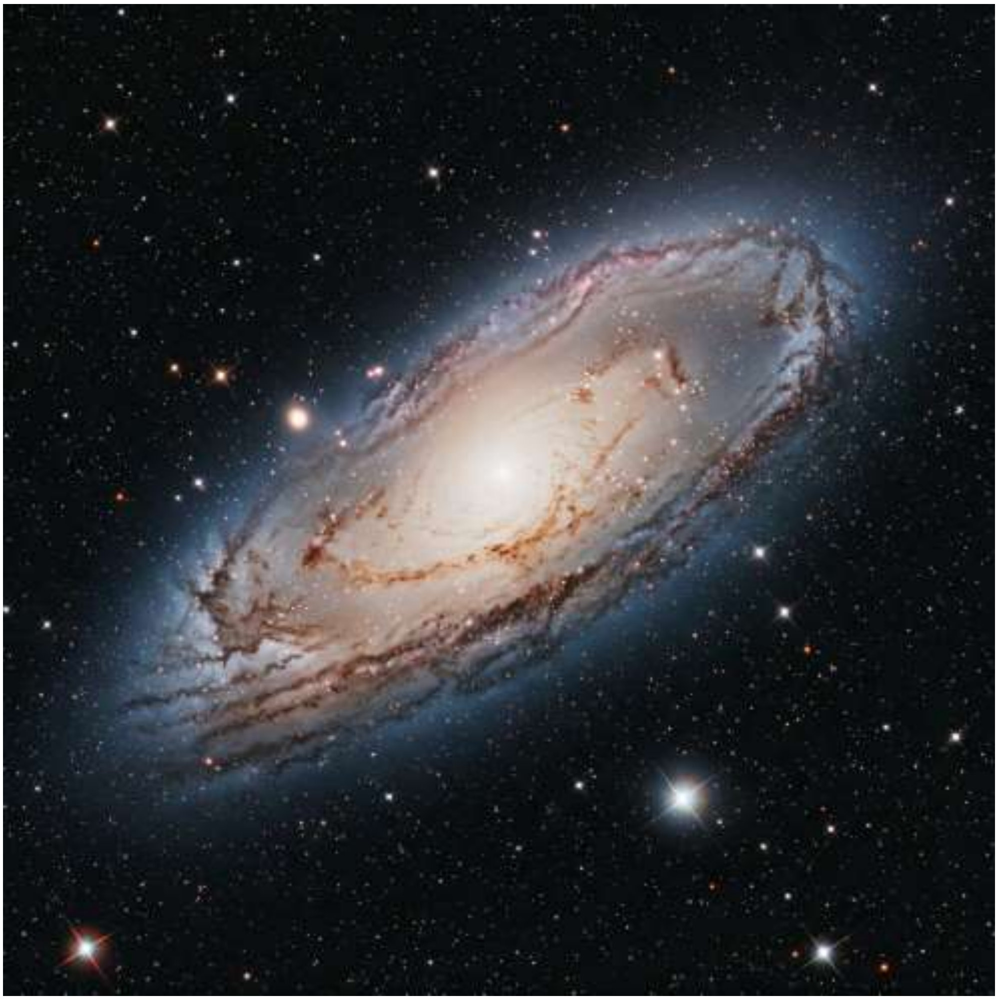

আকাশের রহস্য

তানিয়া ছোটবেলা থেকেই রাতের আকাশের তারা দেখতে ভালোবাসত। যখনই সে খোলা আকাশের নিচে থাকত, তার মনে প্রশ্ন জাগত, "ওখানে কি কেউ আছে?" এখন সে একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং কাজ করছে **আন্তর্জাতিক**

মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISA) তে। তার কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাবিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা।

একদিন সন্ধ্যায়, গবেষণা কেন্দ্রে তার দল একটি অদ্ভুত সংকেত শনাক্ত করল। সংকেতটি এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে সবাই প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারল না। কম্পিউটারের বিশ্লেষণে দেখা গেল, সংকেতটি পৃথিবীর কোনো স্যাটেলাইট বা মহাকাশযান থেকে আসেনি। এটা আসছে **এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি** থেকে!

তানিয়া রুদ্ধশ্বাসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইল।

"এটা কি এলিয়েনদের বার্তা?" উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল সে।

বার্তার বিশ্লেষণ

গবেষণা কেন্দ্রের বিশাল স্ক্রিনে সংকেতের শব্দতরঙ্গ বিশ্লেষণ করা হচ্ছিল। শব্দগুলো এক অদ্ভুত ছন্দে ছিল, যেন কেউ অনেক দূর থেকে SOS **বার্তা** পাঠাচ্ছে। ধীরে ধীরে শব্দগুলোর অর্থ বেরিয়ে আসতে লাগল:

“আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। কেউ কি আমাদের শুনতে পাচ্ছ? আমাদের সাহায্য করো!”

তানিয়া চেয়ারে বসে চোখ বড় বড় করে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মনে হাজারো প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল—এন্ড্রোমিডায় কী ঘটেছে? কারা এই বার্তা পাঠিয়েছে? এটা কি সত্যি, নাকি কোনো ভুল?

সে দ্রুত তার টিমের কাছে ছুটে গেল।

“আমাদের এই সংকেত বিশ্লেষণের জন্য আরও ডাটা দরকার। এটা কোনো স্বাভাবিক সংকেত নয়।”

টিমের সদস্যরা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাল। কারও মুখে কথা নেই। এটাই হতে পারে **মানবজাতির প্রথম সংযোগ অন্য কোনো সভ্যতার সঙ্গে!**

অজানা বিপদ

পরবর্তী কয়েকদিন ধরে, গবেষণা কেন্দ্রের সব বিজ্ঞানী সংকেত বিশ্লেষণের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ধাপে ধাপে আরও তথ্য বেরিয়ে এলো।

সেটা ছিল একটা **ডিজিটাল বার্তা** যা অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ছিল। তানিয়ার বন্ধু ও সহকর্মী **মন্টি** সংকেতের কোডগুলো ডিকোড করতে গিয়ে চমকে উঠল।

“তানিয়া, এই সংকেতে কিছু অদ্ভুত জিনিস আছে!”

মন্টির বিশ্লেষণ দেখিয়ে দিল, **এন্ড্রোমিডায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে!** কিছু এলিয়েন নেতা এমন এক শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করেছে, যা শুধু ধ্বংসই করে না, বরং এলিয়েনদের মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলে। এর ফলে তারা হিংস্র হয়ে উঠছে, নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে!

তানিয়ার কণ্ঠ কাঁপতে লাগল।

“এই যুদ্ধ যদি থামানো না যায়, তাহলে পুরো গ্যালাক্সিই বিপদের মুখে পড়বে!”

পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া

তানিয়া বিষয়টা জাতিসংঘের বৈঠকে জানাল। পৃথিবীর নেতারা, বিজ্ঞানী ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা এই বার্তা নিয়ে আলোচনায় বসলো। কিন্তু সবাই একমত হলো না।

- **একদল বিজ্ঞানী বলল,** "আমাদের সাহায্য করা উচিত! এটা একটা ঐতিহাসিক সুযোগ!"

- **সামরিক বাহিনী বলল,** "এটা যদি ফাঁদ হয়? এলিয়েনরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?"
- **সরকারের একজন কর্মকর্তা বলল,** "আমরা কি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে চাই? আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত করতে পারব?"

তানিয়া অসহায় লাগল। কেউই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

কিরার বার্তা

ঠিক তখনই **আরেকটা সংকেত এল!** এবার এটা একেবারে স্পষ্টভাবে তানিয়ার নাম ধরে!

“তানিয়া, আমাদের সময় খুব কম! আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি! যদি তুমি আমাদের সাহায্য না করো, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে!”

বার্তাটি পাঠিয়েছে **কিরা,** এক এন্ড্রোমিডান বিজ্ঞানী। সে সম্ভবত গৃহযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল এবং পৃথিবীর সাহায্য চাইছিল।

তানিয়া গভীরভাবে ভাবতে লাগল।

“আমরা কি সত্যিই ওদের সাহায্য করতে পারব?”

কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট—**এন্ড্রোমিডাকে বাঁচাতে হলে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে!**

অধ্যায় ২: কিরার বার্তা

পৃথিবীতে সংকেত পাওয়ার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। তানিয়া প্রতিদিন গভীর রাতে ল্যাবে বসে সংকেতটি বিশ্লেষণ করছে। কিরা নামে এক এলিয়েন বিজ্ঞানীর পাঠানো বার্তাটি ধাপে ধাপে উন্মোচিত হচ্ছে। কিন্তু সংকেতের ভাষা ভিন্ন, ব্যাকরণ জটিল, আর প্রতিটি শব্দের পিছনে যেন লুকিয়ে আছে নতুন কোনো রহস্য।

একদিন গভীর রাতে, তানিয়া এবং তার সহকারী মন্টি সংকেতের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের ডিকোডিং সম্পন্ন করে। হঠাৎ কম্পিউটারের স্ক্রিনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে ওঠে। এ যেন কোনো সাধারণ সংকেত নয়, বরং একটি লাইভ ট্রান্সমিশন!

একটি হালকা নীলাভ আলোয় আচ্ছাদিত অবয়ব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বড় কালো চোখ, দীর্ঘায়িত মাথা, এবং অদ্ভুত এক শান্ত দৃষ্টি। তানিয়ার বুক ধক করে ওঠে। এ কি সত্যি? সে কি সত্যিই একজন এলিয়েনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে?

‘তুমি কি আমার কথা শুনতে পারছো?’ ধীর, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

তানিয়া দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ‘হ্যাঁ! আমি শুনতে পাচ্ছি! তুমি কে?’

‘আমি কিরা। এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির বাসিন্দা। আমাদের সভ্যতা ধ্বংসের পথে, আমাদের সাহায্য দরকার।’ কিরার কণ্ঠে অসহায়ত্বের ছাপ স্পষ্ট।

তানিয়া দ্রুত মন্টির দিকে তাকায়। মন্টির চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলে, ‘আমরা সত্যিই এলিয়েনের সঙ্গে কথা বলছি!’

কিরা বলতে থাকে, ‘আমাদের নেতা ক্যানোরাস এবং তার অনুসারীরা এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র তৈরি করেছে। এটি শুধু শারীরিক ধ্বংস ঘটায় না, বরং আমাদের মনেও পরিবর্তন আনে। এটি আমাদের হিংস্র করে তোলে, আমাদের মধ্যে শান্তি ও নৈতিকতা ধ্বংস করে দেয়। আমাদের মধ্যে যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তাদের হত্যা করা হয়েছে। আমি পালিয়ে গিয়েছি, কারণ আমাদের সভ্যতা রক্ষার জন্য তোমাদের সাহায্য দরকার।’

তানিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। সে বুঝতে পারে, এটি শুধু এন্ড্রোমিডার সমস্যা নয়, বরং পুরো গ্যালাক্সির জন্য এক ভয়াবহ হুমকি। যদি সেই অস্ত্র মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তবে কোনো সভ্যতাই আর নিরাপদ থাকবে না।

‘আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি?’ তানিয়া প্রশ্ন করে।

‘তোমাদের এমন একটি যন্ত্র তৈরি করতে হবে যা আমাদের জাতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানবিকতা এবং নৈতিক বোধ ফিরিয়ে আনতে পারবে। এই অস্ত্র আমাদের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করছে। যদি আমরা সঠিকভাবে প্রতিরোধ না করি, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবো।’

তানিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। এমন একটি যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব? মন্টি তার দিকে তাকায়, ‘তুমি কি ভাবছো?’

‘আমাদের চেষ্টা করতে হবে।’ তানিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলে। ‘আমরা যদি বিজ্ঞান ব্যবহার করে ধ্বংসের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারি, তাহলে হয়তো এন্ড্রোমিডাকেও রক্ষা করতে পারবো।’

কিরার মুখে একটা আশা জাগানো অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। ‘তোমাদের সময় খুব কম। ক্যানোরাস আমাদের শেষ অবশিষ্ট প্রতিরোধও ধ্বংস করতে চাইছে। আমি যত দ্রুত সম্ভব তোমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবো। কিন্তু তার আগে তোমাদের পৃথিবীর শাসকদের বোঝাতে হবে যে, আমরা শত্রু নই।’

এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে, তানিয়া জানে। পৃথিবীর সরকার এবং সামরিক বাহিনী এলিয়েনদের সহজভাবে গ্রহণ করবে না। তাদের প্রমাণ দিতে হবে যে কিরা এবং তার মতো অন্যরা কোনো হুমকি নয়।

মন্টি বলে ওঠে, ‘আমাদের লিনার সাহায্য লাগবে। সে জনমত তৈরি করতে পারবে।’

তানিয়া মাথা নাড়ে। ‘ঠিক বলেছো। আমাদের দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে।’

ঠিক তখনই ল্যাবের দরজায় জোরে আঘাত পড়ে। বাইরে থেকে কেউ চিৎকার করে বলছে, ‘তানিয়া, দরজা খুলে দাও! এটা জরুরি!’

তানিয়া দ্রুত কিরার দিকে তাকায়। ‘আমরা পরে কথা বলবো, নিরাপদে থেকো।’

এরপর সে মনিটর বন্ধ করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। নতুন এক যুদ্ধের শুরু হয়ে গেছে...

অধ্যায় ৩: মন্টি ও লিনার প্রচেষ্টা

তানিয়া সংকেতের অর্থ বুঝতে পারার পরই জানত, একা এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো তার পুরোনো বন্ধু মন্টি এবং সমাজকর্মী লিনা। মন্টি একজন প্রতিভাবান প্রযুক্তি বিশ্লেষক, যে মহাকাশ গবেষণা এবং অজানা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে। আর লিনা একজন সমাজকর্মী, যে মানুষকে সচেতন করতে ও জনমত গঠনের কাজে পারদর্শী।

একদিন গভীর রাতে, তানিয়া তাদের নিয়ে তার গোপন গবেষণাগারে বসে। টেবিলের উপর রাখা বিশাল মনিটরে এন্ড্রোমিডার সংকেতের বিশ্লেষণ ভেসে উঠছে। তানিয়া বলল, "এই সংকেত শুধু একটি সতর্কবার্তা নয়, বরং একটি সাহায্যের আর্তনাদ। আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।"

মন্টি তার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "আমি এই সংকেতের প্রযুক্তিগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করেছি। এটি একটি অত্যাধুনিক কমিউনিকেশন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে পাঠানো হয়েছে, যা সাধারণ মানব প্রযুক্তির চেয়ে অনেক উন্নত। আমরা যদি এই প্রযুক্তির উৎস বুঝতে পারি, তাহলে হয়তো তাদের সঙ্গে আরও ভালো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে।"

লিনা চিন্তিত গলায় বলল, "কিন্তু মানুষের মধ্যে তো এখনো এলিয়েনদের নিয়ে প্রচুর ভয় এবং সন্দেহ রয়েছে। যদি আমরা সত্যটা প্রকাশ করি, তাহলে হয়তো আমাদের বিরুদ্ধেই মানুষ ক্ষেপে উঠবে। আমাদের আগে জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে।"

তানিয়া মাথা নাড়ল, "ঠিক বলেছো, লিনা। কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুব কম। আমি ও কিরা যে পরিকল্পনা করেছি, তার জন্য দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। আমাদের এমন একটি যন্ত্র তৈরি করতে হবে, যা এলিয়েনদের মানসিক অবস্থা

বদলে দিতে পারবে।" সে কিরার পাঠানো তথ্যগুলো মনিটরের পর্দায় তুলে ধরল। "কিরা জানিয়েছে, তাদের সমাজের কিছু নেতা এমন একটি অস্ত্র তৈরি করেছে, যা এলিয়েনদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে সহিংস করে তুলছে। যদি আমরা তার প্রভাব উল্টে দিতে পারি, তাহলে হয়তো তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞ থামানো সম্ভব হবে।"

মন্টি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, "আমাদের প্রথমেই সেই অস্ত্রটির প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করতে হবে। সেটা কোথা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, কিভাবে কাজ করে, এবং কীভাবে আমরা এর প্রভাব উল্টাতে পারি। আমি আমার ল্যাবে বসে বিশ্লেষণ শুরু করি।"

লিনা বলল, "আমি চেষ্টা করবো মিডিয়া এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা ছড়ানোর। যদি মানুষ বুঝতে পারে যে আমরা সত্যিই এক মহাজাগতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তাহলে হয়তো তারা আমাদের সহায়তা করতে রাজি হবে। কিন্তু আমরা সরাসরি কথা বলতে পারবো না, আমাদের কিছু কৌশলী হতে হবে।"

তানিয়া বলল, "ঠিক আছে, তাহলে আমরা তিনটি ভিন্ন দিক থেকে কাজ করবো। আমি কিরার সাথে যোগাযোগ রেখে যন্ত্রটির নকশা তৈরি করবো, মন্টি অস্ত্রের প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করবে, আর লিনা মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করবে। আমাদের দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে।"

কিন্তু তাদের পরিকল্পনার কথা দ্রুতই সরকারের উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দাদের কানে পৌঁছায়। ইমতিয়াজ, এক অভিজ্ঞ সামরিক জেনারেল, দীর্ঘদিন ধরেই এলিয়েনদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আছে। সে বিশ্বাস করে, পৃথিবীর জন্য এলিয়েনরা চূড়ান্ত হুমকি। তার কাছে খবর আসে যে তানিয়া এবং তার দল কিছু সন্দেহজনক গবেষণা করছে।

ইমতিয়াজ তার অফিসে বসে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের কাছে খবর আছে যে তানিয়া এবং তার দল মহাকাশ থেকে আসা সংকেত নিয়ে কাজ করছে এবং তারা কোনো একটা বিপজ্জনক পরিকল্পনা করছে। আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। তাদের উপর নজরদারি বাড়াতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের গবেষণা বন্ধ করতে হবে।"

গোয়েন্দা কর্মকর্তা মাথা নাড়ল, "আমরা ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম মনিটর করছি, স্যার। যদি তারা কোনো বিপজ্জনক কিছু করে, আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেব।"

ইমতিয়াজ চোখ সংকুচিত করল, "তাদের থামাতে হবে, কিন্তু চুপিচুপি। জনসাধারণের সামনে কোনো বিশৃঙ্খলা চাই না। আমি চাই না, মানুষ ভাবুক যে সরকার কোনো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আটকে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, এই গবেষণা পৃথিবীর জন্য হুমকি সৃষ্টি না করে।"

অন্যদিকে, মন্টি এক গভীর রাত পর্যন্ত তার ল্যাবে বসে কাজ করছিল। বিশাল স্ক্রিনে এলিয়েন অস্ত্রের সিগন্যাল অ্যানালাইসিস ভেসে উঠছে। সে কয়েকটি সংকেত ডিকোড করার চেষ্টা করছিল, যখন হঠাৎ করেই দরজায় জোরে আঘাতের শব্দ হলো। মন্টি চমকে উঠে মনিটরের স্ক্রিন বন্ধ করে দিল।

সে দরজা খুলতেই দেখে, বাইরে কয়েকজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন বলল, "মিস্টার মন্টি, আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে। আপনি কি দয়া করে আমাদের সাথে আসতে পারবেন?"

মন্টির মনে সন্দেহ জাগল। এই সময়ে অচেনা কারো আগমন মোটেই স্বাভাবিক কিছু নয়। সে কিছুটা ধীর গলায় বলল, "আমি এখন ব্যস্ত আছি। আপনারা পরে আসতে পারেন?"

লোকটি ঠান্ডা গলায় বলল, "আমি মনে করি, আমাদের এখনই কথা বলা দরকার। এটা আপনার জন্যই ভালো হবে।"

মন্টি বুঝতে পারল, এটি কোনো সাধারণ সাক্ষাৎ নয়। তার মনে সন্দেহ হলো, সরকার বা সামরিক বাহিনী তাদের পরিকল্পনার কথা জেনে গেছে। সে দ্রুত নিজের ফোন থেকে তানিয়াকে একটি গোপন সংকেত পাঠিয়ে দিল। তারপর সে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করতে লাগল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে লোকগুলো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল!

মন্টি দ্রুত একপাশে লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু ততক্ষণে দু'জন তাকে শক্ত করে ধরে ফেলেছে। "তোমরা কি চাও?" মন্টি ধমকের সুরে বলল।

লোকটি কেবল বলল, "চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন আছে।"

অন্যদিকে, তানিয়া এবং লিনা যখন মন্টির সংকেত পেল, তারা বুঝতে পারল বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। তারা দ্রুত মন্টিকে বাঁচানোর পরিকল্পনা করল। লিনা কয়েকজন সংবাদকর্মীকে সাথে নিয়ে মন্টির ল্যাবের দিকে রওনা হলো, যাতে জনসাধারণের নজরদারির কারণে সামরিক বাহিনী কিছু করতে না পারে।

কিন্তু তারা কি সময়মতো পৌঁছাতে পারবে? মন্টিকে কি তারা উদ্ধার করতে পারবে? আর ইমতিয়াজের দল কি সত্যিই তাদের থামিয়ে দিতে পারবে?

তানিয়া, মন্টি, লিনা এবং আয়মান এখন এক সংকটময় সময়ের মধ্যে পড়েছে। তাদের পরিকল্পনাগুলি যেন একের পর এক ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে পরিস্থিতি। মন্টিকে ধরা পড়তে দেখে বাকিরা হতভম্ব হয়ে যায়, কিন্তু তারা জানে, থেমে গেলে চলবে না।

লিনা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। "আমাদের এখনই পালাতে হবে! কিন্তু মন্টিকে ফেলে রেখে যাব না।"

তানিয়া একমত হয়। "ঠিক বলেছ, লিনা। ইমতিয়াজের দল যদি মন্টিকে নিয়ে যায়, তবে আমাদের পুরো মিশন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের অন্য কোনো উপায় খুঁজতে হবে।"

আয়মান প্রযুক্তির ব্যাপারে দক্ষ ছিল। সে দ্রুত তার হাতে থাকা ছোট ডিভাইসটি বের করে মন্টির ট্র্যাকার চালু করে। "আমরা মন্টির অবস্থান জানতে পারছি," সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে। "তারা ওকে পশ্চিম দিকের এক বাঙ্কারে নিয়ে যাচ্ছে!"

"তাহলে দেরি করা যাবে না," তানিয়া বলে ওঠে। "আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে।"

মন্টির লড়াই

অন্যদিকে, মন্টি ইমতিয়াজের বাহিনীর হাতে ধরা পড়লেও সহজে হাল ছাড়ার ছেলে নয়। তাকে শক্ত করে একটি ধাতব চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে। চারপাশে ভারী অস্ত্রধারী পাহারাদার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"তোমরা যতই চেষ্টা করো, আমি কিছুই বলব না," মন্টি দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

একজন সেনা এগিয়ে এসে হেসে বলে, "আমরা জানি, তুমি তানিয়ার দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আমাদের বলো, তোমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা কী?"

মন্টি নীরব থাকে। সে জানে, একটুও দুর্বলতা দেখালে বিপদ আরও বাড়বে।

এদিকে, ইমতিয়াজ একটি মনিটরের সামনে বসে আছে, মন্টির প্রতিটি প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছে। সে জানে, এই দলটিকে থামাতে পারলে পৃথিবীর মানুষদের এলিয়েনদের বিরুদ্ধে একত্রিত করা সহজ হবে।

পালানোর পরিকল্পনা

বহির্গামী অন্ধকারের মাঝে তানিয়া, লিনা ও আয়মান তাদের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। "আমরা যদি সোজা বাঙ্কারে ঢুকে পড়ি, তাহলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি," আয়মান বলে।

"তাহলে অন্য পথ নিতে হবে," লিনা বলে। "আমাদের কি কোনো প্রযুক্তি আছে যা ব্যবহার করতে পারি?"

আয়মান হাসে। "আমার কাছে একটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস ডিভাইস আছে। এটা বাঙ্কারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিঘ্নিত করতে পারবে কয়েক মিনিটের জন্য।"

"এটাই আমাদের সুযোগ," তানিয়া বলে। "আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মন্টিকে বের করে আনতে পারব।"

অভিযান শুরু

তিনজন দ্রুত বাঙ্কারের দিকে এগিয়ে যায়। আয়মান ডিভাইসটি সক্রিয় করে। সাথে সাথেই আলো নিভে যায়, কম্পিউটার স্ক্রিনগুলো বন্ধ হয়ে যায়, এবং সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।

তানিয়া আর লিনা দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করে, পাহারাদারদের ধোঁকা দিয়ে মন্টির কাছে পৌঁছে যায়। মন্টি হতবাক হয়ে তাদের দেখে। "তোমরা এখানে?!"

"চুপ করো, সময় নেই," লিনা বলে। সে দ্রুত মন্টির বাঁধন কেটে ফেলে।

আয়মান তখনও বাইরে পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ সে দেখে, বিদ্যুৎ আবার ফিরে আসছে। "তোমরা দ্রুত বের হও! আমাদের মাত্র কয়েক সেকেন্ড আছে!"

তিনজন দ্রুত বাইরে ছুটে আসে। কিন্তু ঠিক তখনই ইমতিয়াজের বাহিনী তাদের দেখতে পেয়ে যায়। গুলি ছোঁড়ার শব্দে বাতাস কেঁপে ওঠে।

তানিয়া, মন্টি, লিনা এবং আয়মান এক দৌড়ে পাশের একটি যানবাহনে লাফ দিয়ে ওঠে। আয়মান দ্রুত ইঞ্জিন চালু করে। "ধরে রাখো!"

গাড়িটি প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করে, পিছন থেকে ইমতিয়াজের বাহিনী ধাওয়া করে আসছে। তানিয়া ও লিনা পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

লিনার হাতে একটি ছোট মেশিনগান, তানিয়ার হাতে স্নাইপার রাইফেল। তারা একে অপরকে সম্মত সঙ্কেত দিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে। গুলি আওয়াজে বাতাস আরও ভারী হয়ে ওঠে, কিন্তু আয়মান কোনভাবে গাড়িটিকে দ্রুত চালিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

"তোমরা লক্ষ্য রেখো, আমি ধোঁকা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছি!" আয়মান চিৎকার করে জানায়। তিনি গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দেন, রাস্তা উড়িয়ে দেয়। কিছু দূর যাওয়ার পর, তিনি গাড়িটিকে একটি রাস্তার মোড়ে তীক্ষ্ণভাবে ঘুরিয়ে দেন, যাতে ইমতিয়াজের বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর, ইমতিয়াজের বাহিনীর গাড়িগুলি পিছনে চলে যায়, কিন্তু তানিয়া জানে, এটা শুধু একেবারেই অস্থায়ী মুক্তি। তাদের আগে অনেক বড় বিপদ অপেক্ষা করছে।

"এখন আমাদের কোথায় যেতে হবে?" মন্টি জিজ্ঞাসা করে, তার চোখে উত্তেজনা এবং শঙ্কা মিশে রয়েছে।

"একটি গোপন আশ্রয়ে। এটা আমাদের একমাত্র নিরাপদ পথ।" তানিয়া উত্তর দেয়, তবে তার গলায় কিছুটা অসংলগ্নতা ছিল, কারণ তিনি জানতেন এই অভিযান শেষে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।

গাড়ি দ্রুত চলতে থাকে, রাস্তার ধারে সবকিছু অন্ধকার এবং নির্জন। আয়মান চালানোর সময় এক হাত দিয়ে রিভার্স চেক করতে থাকে, কখনো কখনো দ্রুত গতিতে ঘুরে এবং বাতাসে হাত দিয়ে গাড়ির চলাচল স্থির করে তোলে। "তোমরা প্রস্তুত তো?" তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

"প্রস্তুত," লিনা দৃঢ়স্বরে বলে।

তানিয়া সামনের রাস্তা লক্ষ্য করে এবং নিজেকে এক মনে প্রস্তুত করতে থাকে। তাদের সামনে অপেক্ষা করছে এক মহাযুদ্ধ, যেখানে শুধু তাদের বুদ্ধি, সাহস এবং নির্ভরযোগ্যতা তাদের রক্ষা করতে পারে।

তিনজনই জানে, এই অভিযানে তাদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

অধ্যায় ৪: যন্ত্রের নির্মাণ

তানিয়া এবং তার দল কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যন্ত্রটি নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিল। প্রকল্পটি ছিল একেবারে অনন্য, কারণ এটি শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং মানবিক মূল্যবোধ এবং এলিয়েনদের মস্তিষ্কের কার্যক্রমের উপর গভীর জ্ঞান প্রয়োজন ছিল। তানিয়া জানতেন যে, এই যন্ত্রটি তাদের বৃহৎ উদ্দেশ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। তাদের লক্ষ্য ছিল, এক ধরনের যন্ত্র তৈরি করা যা এলিয়েনদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে

সক্ষম হবে এবং তাদের সহিংসতা পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সমাধানে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে।

যন্ত্রটির ডিজাইন ছিল অত্যন্ত জটিল এবং একটি বিশেষ প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল নতুন এবং পরীক্ষিত নয়। যন্ত্রটি এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল, যাতে এটি বিশেষ তরঙ্গ নির্গত করে। এই তরঙ্গগুলো এলিয়েনদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। তানিয়া এবং তার দলের গবেষকরা দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন তত্ত্বের উপর কাজ করেছেন, এলিয়েনদের মস্তিষ্কের তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে এবং তাদের মনস্তত্ত্বের উপর গভীরভাবে কাজ করেছেন।

এই যন্ত্রটি তৈরি করতে তানিয়া এবং তার দলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। তবে তানিয়া ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাঁর দলও তাঁকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেছিল। যন্ত্রের নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়েই নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তানিয়া কখনোই হতাশ হননি। প্রতিটি নতুন সমস্যা একটি নতুন সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন, যা তাদের গবেষণাকে আরো উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে।

যন্ত্রটি তৈরি হওয়ার পর, তানিয়া এবং কিরা প্রথমবারের মতো একটি পরীক্ষামূলক সেশন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা নির্বাচন করেছিল একটি ছোট এলিয়েন গ্রুপ, যাদের মধ্যে কিছু সহিংস প্রবণতা ছিল। এই গ্রুপের উপর যন্ত্রটির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে তারা তাদের মস্তিষ্কে তরঙ্গ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তানিয়া এবং কিরা পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। তারা জানত, এই পরীক্ষাটি সফল হলে, তাদের কাজ এক নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাবে এবং তাদের উদ্দেশ্য অনেক দূর পৌঁছাবে।

যন্ত্রটি চালু করা হলে, প্রথমে কিছু সময় কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। তবে ধীরে ধীরে এলিয়েনদের আচরণে পরিবর্তন আসতে শুরু করল। তাদের মধ্যে যে সহিংসতা ছিল, তা একে একে দূর হয়ে যেতে শুরু করল। তারা তাদের পূর্ববর্তী আচরণের পরিবর্তে একে অপরকে সহানুভূতি এবং শান্তির সাথে দেখতে শুরু করল। তানিয়া এবং কিরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, এলিয়েনরা নিজেদের সমস্যাগুলো শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে শুরু করেছে। তারা আর একে অপরের সাথে লড়াই করার পরিবর্তে আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সুরাহা করছে।

এলিয়েনদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তনটি ছিল একেবারে দৃশ্যমান। তারা এমনকি নিজেদের মধ্যে একটি নৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেখানে তারা সবাই একে অপরের অনুভূতিকে সম্মান করতে শিখছিল। সহিংসতা পরিহার করে তারা সমাধানের পথ খুঁজছিল, যা একসময় তাদের জাতির উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তানিয়া এবং কিরা বুঝতে পারলেন, যন্ত্রটি সফলভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই ফলাফল তাদের জন্য ছিল এক বিপ্লবী মুহূর্ত, কারণ তারা জানতেন, এটা শুধুমাত্র একটি পরীক্ষামূলক সেশন নয়, বরং একটি নতুন যুগের সূচনা হতে পারে।

তবে তাদের জন্য সমস্যা এখানেই শেষ হয়নি। তানিয়া এবং কিরা জানতেন, এই প্রযুক্তির সফল ব্যবহার শুধুমাত্র এলিয়েনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে না, বরং এটি তাদের নিজস্ব মানব সমাজের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে। যন্ত্রটি যদি ভুল হাতে পড়ে যায়, তবে এর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পারে। তাই, তাদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল এই প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত এবং সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। তারা ঠিক করেছিলেন যে, তারা এই যন্ত্রটি শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করবেন যেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে এবং যেখানে এটি মানব জাতির জন্যও সহায়ক হতে পারে।

তবে, যন্ত্রটির সফল পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, তানিয়া এবং কিরা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। এলিয়েনদের মধ্যে শান্তির পরিবর্তন হলেও, তাদের নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। অন্য গ্রহের এলিয়েনরা বা মানব জাতি, যন্ত্রটির শক্তি এবং প্রভাব সম্পর্কে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সেটা ছিল একটি বড় অজ্ঞাত প্রশ্ন। তারা জানতেন, এই যন্ত্রের সম্ভাব্য সুবিধাগুলি অত্যন্ত বড়, তবে এর দায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তানিয়া এবং তার দল কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন, তবে তাদের মনে সব সময় এই চিন্তা ছিল যে, এই যন্ত্রটির শক্তি যদি অপব্যবহৃত হয়, তবে তা পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। তারা সেই সময়েই চিন্তা করছিলেন কীভাবে তারা এই প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং এর সুবিধাগুলি মানবজাতি ও এলিয়েনদের কল্যাণে ব্যবহার করবেন।

অধ্যায় ৫: আয়মানের সহযোগিতা

আয়মান, একজন তরুণ কলেজ ছাত্র, প্রযুক্তি এবং বিশেষ করে এলিয়েন প্রযুক্তি নিয়ে গভীর আগ্রহ রাখে। তাঁর শখ ছিল, কখনো যদি কোনো ভাবে সে এলিয়েনদের প্রযুক্তি হাতে পায়, তবে তার সাহায্যে পৃথিবীকে আরও উন্নত করতে পারবে। তানিয়ার মিশনের কথা সে প্রথম শুনেছিল এক অনানুষ্ঠানিক আড্ডায়। তানিয়া এবং তার দল যখন তাদের গোপন মিশনের কথা শেয়ার করছিল, আয়মান তাদের মধ্যে একজন পছন্দমতো শ্রোতা ছিল। তাকে যতটা না মিশনের প্রেক্ষাপট আকর্ষণ করেছিল, তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল সেই প্রযুক্তির সম্ভাবনা, যা পৃথিবীকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে সাহায্য করতে পারে।

তানিয়া এবং তার দল তখন একটি অত্যন্ত গোপন প্রকল্পে কাজ করছিল, যেখানে তারা এলিয়েন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন এক যন্ত্র তৈরি করেছিল যা মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করতে সক্ষম। আয়মান যখন এই প্রকল্পের কথা শুনল, সে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেনি। সে জানত, এই যন্ত্রের উন্নয়নে তার সাহায্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। প্রযুক্তি নিয়ে তার প্রজ্ঞা এবং অনুসন্ধিৎসু মন তাকে সঠিক উপায়ে কাজে লাগানোর সুযোগ দিচ্ছিল।

আয়মান তানিয়ার কাছে এসে তার সাহায্যের প্রস্তাব দেয়, এবং তানিয়া তাকে অবিলম্বে স্বাগত জানায়। আয়মান তার প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং এলিয়েন প্রযুক্তি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে যন্ত্রটির আরও উন্নতির কাজ শুরু করে। সে বিভিন্ন ধরণের কোডিং ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে যন্ত্রটিকে আরও কার্যকর এবং নিখুঁত করে তোলে। ধীরে ধীরে, আয়মান মিশনের অপরিহার্য সদস্য হয়ে ওঠে।

এদিকে, এই যন্ত্রটির উন্নয়ন এবং এর শক্তির খবর বাইরে চলে যায়। ইমতিয়াজ, একজন ক্ষমতাশালী এবং নিষ্ঠুর নেতা, যার নিজের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীকে তার নিয়ন্ত্রণে আনতে, আয়মানের কাজ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে জানত, যদি এই যন্ত্রটি সফল হয়, তবে তার শাসনের উপর গুরুতর হুমকি সৃষ্টি হবে। ইমতিয়াজের মূল লক্ষ্য ছিল, আয়মান এবং তার দলের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়া। এই কারণে সে আয়মানকে অপসারণের পরিকল্পনা শুরু করে।

একদিন রাতে, যখন আয়মান তার কলেজের কাজ শেষ করে তানিয়া ও লিনার সাথে মিশনের বিস্তারিত আলোচনা করছিল, হঠাৎ একদল সশস্ত্র লোক বাংকারে আক্রমণ করে। ইমতিয়াজের বাহিনী আসন্ন বিপদের আগমনকে নিশ্চিত করেছিল। আয়মান প্রথমেই তাদের দেখে সতর্ক হয়ে পড়ে। দ্রুত তার পরিকল্পনা মাথায় আসে এবং সে জানিয়ে দেয়, "তানিয়া, লিনা, তোমরা কোথাও লুকিয়ে যাও, আমি তাদের সামলাবো।"

তানিয়া কিছুটা অবাক হয়ে তাকে দেখে, "তুমি কি সত্যিই পারবে? তুমি একা..."

আয়মান তার চোখে দৃঢ়তা নিয়ে বলল, "আমার এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের ঠেকানো সম্ভব। আমি যদি তোমাদের সময় দিতে পারি, তবে তোমরা যে মিশনটি শুরু করেছো তা সফল হতে পারে।"

আয়মানের এই সাহসী সিদ্ধান্ত তানিয়াকে হতবাক করে দেয়, কিন্তু একই সাথে সে জানত, আয়মানের সাহসিকতার উপর নির্ভর করতেই হবে। তাই তানিয়া এবং লিনা দ্রুত বাংকারের ভেতর গিয়ে তাদের নিরাপদ স্থানে চলে যায়, আর আয়মান বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ইমতিয়াজের বাহিনী আয়মানকে দ্রুত ঘিরে ফেলে এবং তাকে গ্রেফতার করার জন্য এগিয়ে আসে। আয়মান প্রথমে তাদের দিকে কয়েকটি খালি গোলা ছুঁড়ে দেয়, যাতে তারা একটু হলেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারপর সে দ্রুত তার যন্ত্রটি

সক্রিয় করে, এবং একটানা তরঙ্গ পাঠাতে শুরু করে। তরঙ্গগুলো ছিল এমন এক ধরনের, যা শত্রুদের স্নায়ু ব্যবস্থা বিরোধীভাবে কাজ করে।

তবে আয়মান জানত, এই প্রযুক্তির একমাত্র শক্তি তার মনোবল এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতায়। ইমতিয়াজ এবং তার বাহিনী ততক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, আয়মান দ্রুত পিছু হটে একটি ছোট পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বাহিনী তাদের ফাঁদে আটকে যায়, কিন্তু তারা ধীরে ধীরে নিজেদের সজ্জিত করে আয়মানকে ধরার জন্য।

আয়মান তখন পিছু হটতে হটতে তার নিজের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ডুবে যায়। তিনি জানতেন, এই যাত্রা শুধুমাত্র তার জন্য নয়, বরং পৃথিবী এবং এলিয়েনদের ভবিষ্যতের জন্যও। তার মিশনের সাফল্য না হলে, পৃথিবী আরও বিপদে পড়বে। কিন্তু তার সাহসিকতার প্রমাণ ছিল যে, কখনও হাল ছাড়লে চলবে না।

শেষে, এক অত্যন্ত সঙ্কটজনক মুহূর্তে, আয়মান এক প্রবাহমান নদী পেরিয়ে বাঁচতে সক্ষম হয়। তিনি জানতেন, তার জীবন এখনও বিপদে, তবে তিনি একবারও পরাজিত হননি। তার সাহসী পদক্ষেপই তাকে এই পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

তানিয়া এবং লিনা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আয়মান যখন তাদের কাছে পৌঁছায়, তার মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি ছিল। "এটা এখনো শেষ নয়," আয়মান বলেছিল, "তবে আমরা এক পা এগিয়ে গেছি।"

তানিয়া তার সাহসিকতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানায়। "তুমি আমাদের শুধু সময় দিয়েছো না, তুমি আমাদের মিশনটিকে সাফল্য পাওয়ার সুযোগ দিয়েছো।"

আয়মান একটু হেসে বলে, "এটা ছিল আমাদের জন্য একটি যৌথ অভিযান। কিন্তু এখন আমাদের আরও বড় চ্যালেঞ্জের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।"

এভাবেই আয়মান তার সাহসিকতার মাধ্যমে শুধুমাত্র তার দলকে নয়, পুরো পৃথিবীকে এক বিপদের মুখ থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছিল। তবে তার লড়াই এখানেই শেষ হয়নি, আরো অনেক কঠিন সময় তাদের সামনে অপেক্ষা করছিল।

অধ্যায় ৬: এন্ড্রোমিডায় যাত্রা

তানিয়া, মন্টি, লিনা, আয়মান, এবং কিরা এক মহাকাশযানে চড়ে তাদের অভূতপূর্ব অভিযানে এক নতুন অধ্যায় শুরু করল। তারা এন্ড্রোমিডার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, যেখানে তাদের কাজ ছিল এলিয়েনদের সাহায্য করা এবং যুদ্ধবিদ্ধস্ত অঞ্চলগুলিতে শান্তি স্থাপন করা। কিন্তু তাদের এই যাত্রা সহজ ছিল না। যেহেতু ইমতিয়াজ এবং তার দল তাদের অনুসরণ করছিল, তাই এন্ড্রোমিডার উদ্দেশ্যে যাত্রা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

তাদের মহাকাশযানটি অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ছিল, যা আয়মান এবং তানিয়ার মেধা এবং কষ্টের ফলস্বরূপ তৈরি হয়েছিল। মহাকাশযানটির গতি ছিল অসাধারণ, এবং এর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইমতিয়াজের বাহিনীকে সহজে ধ্বংস করতে সক্ষম ছিল। তবে তবুও, তারা জানত, ইমতিয়াজের দল তাদের পেছনে আসছে, এবং তাদের যাত্রা কখনোই নিরাপদ ছিল না। যাত্রার সময়, আয়মান একে একে মহাকাশের বস্তুর মধ্য দিয়ে চলছিল, যাতে ইমতিয়াজের বাহিনী তাদের ধরা না পায়।

"আয়মান, আমাদের অবস্থান স্থির থাকলে বিপদে পড়তে পারি," তানিয়া একদিন আয়মানকে সতর্ক করে দেয়, "তুমি আমাদের ঠিক পথেই রাখতে পারবে তো?"

আয়মান নিশ্চিন্তে উত্তর দেয়, "তুমি চিন্তা করো না, আমি সব পরিস্থিতি সামলাবো। আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র এন্ড্রোমিডা পৌঁছানো, আর কিছু নয়।"

যাত্রার কয়েকদিন পর, তারা মহাকাশের বিস্তীর্ণ অন্ধকারে পৌঁছায় এবং এক অদ্ভুত স্থানে তারা এক বিশাল নক্ষত্রের ভিড়ে পৌঁছায়—এন্ড্রোমিডার সীমান্ত। এই নতুন অঞ্চলের মহাজাগতিক সৌন্দর্য ছিল অভূতপূর্ব, তবে তাদের সামনে যে বিপদ অপেক্ষা করছিল, তা তাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

এন্ড্রোমিডার গ্রহে পৌঁছানোর পর, তারা যে দৃশ্যটি দেখল, তা ছিল অস্বস্তিকর। এলিয়েনদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনকারী পৃথিবী আজ এক অভিশপ্ত রূপে পরিণত হয়েছে। শহরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং চারপাশে শুধু ধ্বংসস্তূপ এবং ধোঁয়া ভেসে উঠছিল। সাধারণ এলিয়েনরা প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর যারা পালাতে পারছিল না, তারা শুধুমাত্র অস্থিরভাবে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিল। পুরো অঞ্চলটি গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে পড়েছিল।

তানিয়া এবং তার দল দ্রুত স্থলচলাচলের প্রস্তুতি নেয়। তারা জানত, তাদের মিশন এখন আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলিয়েনদের শহরগুলোতে পালিয়ে

যাওয়া নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তানিয়া এবং তার দলের জন্য আরও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

"এন্ড্রোমিডার এলিয়েনরা যদি আমাদের সাহায্য চায়, তাহলে আমাদের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে," মন্টি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে। "কিন্তু এটা কি সম্ভব? পুরো বিশ্ব তো ইতিমধ্যেই যুদ্ধের মধ্যে পড়ে গেছে।"

তানিয়া মাথা নাড়িয়ে বলেন, "এটা আমাদের উদ্দেশ্য—শান্তি প্রতিষ্ঠা। আমাদের লক্ষ্য এই যুদ্ধ থামানো এবং শান্তির পথ তৈরি করা। কিন্তু এর জন্য আমাদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে।"

এদিকে, লিনা এবং কিরা তাদের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে এলিয়েনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছিল। আয়মান মহাকাশযান থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল, যত দ্রুত সম্ভব এলিয়েনদের প্রধান শহরে পৌঁছানো এবং তাদের সাহায্য করা।

তারা প্রথমে একটি ক্ষতিগ্রস্ত শহরে প্রবেশ করে, যেখানে বড় ধরনের সংঘর্ষ চলছিল। এলিয়েনদের স্নায়ুতন্ত্র এবং মনোভাব পরিবর্তন করার যন্ত্রটি তাদের কাছে ছিল, কিন্তু সেই যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রয়োজন ছিল। এই পরিবেশের অভাব তাদের কাজকে আরও কঠিন করে তুলেছিল।

"এটা কেবল প্রযুক্তি নয়, এটা মানুষের আত্মবিশ্বাসও," তানিয়া বলেন, "যতটা সম্ভব আমাদের তাদের সাহায্য করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে, এখনও তারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে।"

শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, তারা একটি ছোট দল দেখতে পায় যারা এখনও একত্রে কাজ করছে, একে অপরকে সহযোগিতা

করছে। তবে তারা সবাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং যুদ্ধের মাঝখানে ছিল। তানিয়া এবং তার দল তাদের কাছে পৌঁছে, তাদের শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করে।

তাদের উপস্থিতি দেখে কিছু এলিয়েন প্রথমে ভয় পায়, কিন্তু তানিয়া তাদের কাছে পৌঁছানোর পর, তাদের জানায় যে তারা এখানে শান্তির জন্য এসেছে। "আমরা শুধু আপনার সাহায্যের জন্য এখানে আছি। এই যুদ্ধের শেষ হওয়া দরকার। আমরা সবাই যদি একে অপরকে সাহায্য করি, তবে আমরা আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারব।"

এরপর, আয়মান যন্ত্রটি সক্রিয় করে, এবং তা এলিয়েনদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে, কিছু এলিয়েনেরা তাদের যুদ্ধ থামিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে। তবে এটি ছিল একটি ধীরগতি প্রক্রিয়া, কারণ তাদের মনে এতদিন ধরে ক্ষোভ এবং ভয় জমে গিয়েছিল যে তা দ্রুত দূর করা সম্ভব ছিল না।

এদিকে, ইমতিয়াজের বাহিনী এন্ড্রোমিডার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছিল। তানিয়া এবং তার দল জানত, তারা যত বেশি এলিয়েনদের সাহায্য করবে, তত বেশি বিপদ তাদের অপেক্ষা করবে। তবে তাদের দৃষ্টিকোণ ছিল পরিষ্কার: তাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা ফিরে যাবে না।

এভাবে, তানিয়া এবং তার দলের যাত্রা এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে, যেখানে তাদের নিজেদের দক্ষতা এবং সাহসের পরীক্ষা নিতে হবে। এন্ড্রোমিডা তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তবে তারা জানত, যদি তারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে, তবে তারা এই যুদ্ধের শেষ দেখতে পাবে।

অধ্যায় ৭: যন্ত্রের প্রয়োগ

এন্ড্রোমিডার এক ক্ষতিগ্রস্ত শহরে পৌঁছানোর পর, তানিয়া এবং তার দল তাদের অভূতপূর্ব যন্ত্রটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা জানত, যন্ত্রটির সাহায্য ছাড়া এন্ড্রোমিডায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এলিয়েনদের মধ্যে যে বিশাল সংঘর্ষ চলছে, তা শুধুমাত্র একে অপরকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তানিয়া বিশ্বাস করেছিল, যন্ত্রটি তাদের মনের অন্ধকার কোণগুলোতে আলো ফেলতে সক্ষম হবে, এবং এভাবে তারা তাদের ভুল বুঝতে শিখবে।

তাদের প্রথম কাজ ছিল যন্ত্রটি শহরের কেন্দ্রীয় স্থানে স্থাপন করা, যেখানে এলিয়েনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হচ্ছিল। এই শহর ছিল এলিয়েনদের সভ্যতার কেন্দ্র, এবং এখানেই যুদ্ধের মূল ভিত্তি ছিল। যন্ত্রটি স্থাপন করার পর, তানিয়া এবং তার দল প্রহরী হিসেবে সেখানে অবস্থান নেয়। আয়মান যন্ত্রটি সক্রিয় করতে প্রস্তুত হল, এবং কিরা তার সিস্টেম চেক করছিল।

"এখন, আমরা যদি সঠিকভাবে কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের পথে বাধা আসবে না," তানিয়া বলেছিল, তার মুখে দৃঢ়তা ছিল। "তাদের সবার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

আয়মান যন্ত্রটি সক্রিয় করার পর, শহরের মধ্যে এক অদ্ভুত তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ ছিল এমন, যা এলিয়েনদের মনোবৃত্তি পরিবর্তন করতে সক্ষম। ধীরে ধীরে, শহরের বিভিন্ন অংশে থাকা এলিয়েনরা অনুভব করল, তাদের মধ্যে কিছু অদ্ভুত শান্তি প্রবাহিত হচ্ছে। কিছু এলিয়েন তাদের সহিংস মনোভাব হারিয়ে ফেলে, আর তাদের মধ্যে এক অন্যরকম অনুভূতি তৈরি হয়—তারা একে অপরকে বুঝতে চেষ্টা করে, এবং যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল, তাদের সাথে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়।

"দেখো," লিনা একে একে বলল, "তাদের মধ্যে শান্তির ইঙ্গিত শুরু হচ্ছে।"

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে, এলিয়েনরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভুল বুঝতে শুরু করল। তারা যুদ্ধ থামিয়ে, শান্তিপূর্ণভাবে একে অপরের সাথে আলোচনার জন্য বসতে শুরু করল। তাদের মাঝে কিছু এলিয়েন যাদের আগে কখনো একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল, তারা এখন একে অপরের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল। তানিয়া এবং তার দল দেখে যে, যন্ত্রটি আসলেই কাজ করছে—এন্ড্রোমিডার এলিয়েনরা শান্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই শান্তির যাত্রা সহজ ছিল না। ইমতিয়াজ এবং তার দল যে কোনো মূল্যে এই যন্ত্রের প্রভাব ব্যাহত করতে চেয়েছিল। তারা জানত, যদি যন্ত্রটি সফল হয়, তবে তাদের পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাবে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যন্ত্রটি ধ্বংস করা, যাতে এন্ড্রোমিডায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং তারা আবার ক্ষমতা ফিরে পায়।

ইমতিয়াজের বাহিনী শহরের দিকে এগিয়ে আসে, তাদের হাতে ছিল অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং ধ্বংসকারী যন্ত্র। তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট: তারা যন্ত্রটি ধ্বংস করবে এবং তানিয়া ও তার দলকে প্রতিহত করবে। তানিয়া এবং তার দল জানত, এখনই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। যদি তারা ইমতিয়াজ এবং তার বাহিনীকে প্রতিহত করতে না পারে, তবে তাদের সবার চেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং এন্ড্রোমিডার এলিয়েনদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

তানিয়া দ্রুত মন্টি এবং লিনার সাথে পরামর্শ করে। "আমরা যদি এখনই তাদের প্রতিরোধ করতে না পারি, তাহলে এই শান্তি প্রতিষ্ঠা কিছুতেই টিকে থাকবে না। আমাদের যন্ত্রটি রক্ষা করতে হবে।"

লিনা সম্মতি জানায়, "তারা আমাদের পিছনে আসছে। আমরা যদি সঠিক সময়ে আঘাত করি, তবে আমরা তাদের প্রতিহত করতে পারব।"

মন্টি তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা জানত, ইমতিয়াজের বাহিনীর চেয়ে তাদের বাহিনীর সংখ্যা কম হলেও, তাদের প্রযুক্তি এবং দক্ষতা অনেক শক্তিশালী। তারা যন্ত্রটি রক্ষা করার জন্য অবিরাম চেষ্টা করতে থাকবে।

ইমতিয়াজ এবং তার বাহিনী যখন যন্ত্রটির কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন তানিয়া, লিনা, মন্টি, আয়মান এবং কিরা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে। আয়মান যন্ত্রটির সঙ্গে সংযুক্ত সিস্টেম চালু করে, যা শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। দ্রুত, তানিয়া এবং তার দল তাদের অস্ত্রের সাহায্যে বাহিনীর সদস্যদের বাধা দিতে শুরু করে।

"এটা আমাদের শেষ সুযোগ," তানিয়া বলেছিল, "যেকোনো মূল্যে যন্ত্রটি রক্ষা করতে হবে।"

ইমতিয়াজের বাহিনী যখন আক্রমণ শুরু করে, তানিয়া এবং তার দল কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শত্রুদের দিকে পাল্টা আঘাত করে তারা নিজেদের অবস্থান দৃঢ় রাখে। এক পর্যায়ে, ইমতিয়াজের বাহিনীর কিছু সদস্য এলিয়েনদের মধ্যে শান্তির প্রভাব বুঝতে পারে এবং তাদের মনের পরিবর্তন দেখতে পায়। ধীরে ধীরে, কিছু সদস্য তানিয়া এবং তার দলের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, সহিংসতার কোনো লাভ নেই—তাদের নিজেদের জাতির শান্তির জন্য কাজ করা উচিত।

এই মুহূর্তে, ইমতিয়াজ আবেগে পূর্ণ হয়ে ওঠে। "তুমি কী করছো, তুমি আমাদের বাহিনীকে পরাজিত করছো!" তিনি চিৎকার করেন।

তবে তানিয়া সাহসের সাথে বলেছিল, "আমরা তোমাকে রুখবই, ইমতিয়াজ। শান্তি প্রতিষ্ঠা করার কোনো বিকল্প নেই।"

তাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে, তবে তানিয়া এবং তার দল একে অপরকে শক্তি ও সাহস দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। একে একে, ইমতিয়াজের বাহিনীর শক্তি কমে যেতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়—শান্তির পথে চলা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

তানিয়া এবং তার দলের সংগ্রাম সফল হয়। তারা যন্ত্রটি রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং এলিয়েনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। এর ফলে, এন্ড্রোমিডার গৃহযুদ্ধ থামে এবং নতুন এক যুগের সূচনা হয়—যেখানে সহিংসতা নয়, বরং শান্তি এবং সহযোগিতার দিকে তাকানো হয়।

অধ্যায় ৮: শান্তির জয়

গৃহযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ এন্ড্রোমিডার আকাশে এক গভীর কালো ছায়ার মতো ছেয়ে ছিল। বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত ভবনগুলো, ছিন্নভিন্ন রাস্তাগুলো, আর ভীতসন্ত্রস্ত এলিয়েনদের মুখ ছিল এই যুদ্ধে মানবজাতির আর এলিয়েনদের পরিণতির প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই ভয়ানক সময়েও, তানিয়া এবং তার দল হাল ছাড়েনি। তারা বিশ্বাস করত, শান্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, যদি সঠিক পথে এগোনো যায়।

তানিয়া, মন্টি, লিনা, আয়মান, কিরা এবং তাদের সহযোগীরা একত্র হয়ে এলিয়েনদের নেতা এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করে। তারা বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই সংঘর্ষ শুধু ধ্বংসই আনবে, কোনো স্থায়ী সমাধান দেবে না। তাদের কথাগুলো ধীরে ধীরে নেতাদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। অনেকেই নিজেদের ভুল বুঝতে শুরু করে, কারণ তারা উপলব্ধি করে যে, একে অপরকে ধ্বংস করে ফেললে শেষ পর্যন্ত কেউই বিজয়ী হবে না।

তানিয়া বলেন, "আমরা যদি আজই এই যুদ্ধ বন্ধ না করি, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কেবল ধ্বংস আর অনিশ্চয়তা রেখে যাব। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের সাহায্য প্রয়োজন। শত্রুতার পরিবর্তে সহযোগিতা আনতে হবে।"

তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু এলিয়েন নেতা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব শুরুতে বিদ্রোহীদের কিছু অংশের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে তারা হার স্বীকার করছে। কিন্তু কিরা, যিনি মানবিক মূল্যবোধ এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে ছিলেন, তিনি বোঝান যে এই যুদ্ধ শুধু শক্তিশালী বা দুর্বল নির্ধারণ করার জন্য নয়, বরং এটি পুরো জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

এদিকে, ইমতিয়াজ এবং তার দল, যারা এতদিন তানিয়ার দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, তারাও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে থাকে যে সহিংসতা কোন সমাধান নয়। ইমতিয়াজের মনে হতে থাকে, তার এতদিনের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য যদি শুধু ধ্বংস ডেকে আনে, তবে তার নেতৃত্বের মানে কী? সে উপলব্ধি করে যে, সত্যিকারের বিজয় হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সবাই একসাথে থাকতে পারবে।

এক সন্ধ্যায়, ইমতিয়াজ তানিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তার মুখে এক অদ্ভুত ক্লান্তির ছাপ ছিল, কিন্তু তার চোখে ছিল অনুশোচনা। সে ধীরে ধীরে বলে, "আমি ভুল করেছি, তানিয়া। এতদিন ধরে আমি শুধু প্রতিশোধের কথা ভেবেছি, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, আসল বিজয় হলো শান্তি। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।"

তানিয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে উত্তর দেয়, "ক্ষমা পাওয়া সহজ নয়, কিন্তু পরিবর্তনের ইচ্ছাই আসল বিষয়। যদি তুমি সত্যিই পরিবর্তন চাও, তবে আমাদের সাথে থেকে এই সমাজ গঠনে সাহায্য করো।"

এই কথাগুলো ইমতিয়াজের দলের অনেক সদস্যের মন পরিবর্তন করে। তারা সহিংসতা ছেড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দিতে সম্মত হয়। এভাবেই, এলিয়েন এবং মানুষের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান ঘটে, এবং তারা একসাথে নতুন সমাজ গঠনের উদ্যোগ নেয়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পর, তানিয়া এবং তার দল এলিয়েনদের সাথে মিলে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা একটি নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করে, যেখানে সব জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তারা বিধ্বস্ত শহরগুলো পুনর্গঠন করতে শুরু করে, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে এবং প্রযুক্তির সাহায্যে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।

শহরের কেন্দ্রে, যেখানে একসময় রক্তপাত ঘটেছিল, সেখানে একটি বিশাল শান্তিচুক্তির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মানুষ ও এলিয়েন উভয়েই প্রতিজ্ঞা করে, তারা ভবিষ্যতে সংঘর্ষ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করবে।

এই চুক্তির মাধ্যমে, একটি নতুন ইতিহাস রচিত হয়। মানুষ এবং এলিয়েনরা একসাথে নতুন করে তাদের সমাজ গড়ে তোলে। বিদ্বেষের পরিবর্তে আসে ভালোবাসা ও সহযোগিতা। তানিয়া এবং তার দলের অবদান চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে, কারণ তারা দেখিয়ে দিয়েছিল, সহিংসতা নয়—শান্তি ও ন্যায়বিচারই আসল বিজয়।

অধ্যায় ৯: পৃথিবীর পরিবর্তন

এন্ড্রোমিডার সংঘাত শেষ হওয়ার পর, শান্তির যে বাতাস সেখানে বইতে শুরু করেছিল, তার প্রভাব শুধু ওই নক্ষত্রপুঞ্জেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পৃথিবীতেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে শুরু করল। মানুষের মধ্যে বহুদিন ধরে চলে আসা এলিয়েনদের প্রতি অবিশ্বাস, ভীতি এবং শত্রুতা ধীরে ধীরে কমতে লাগল।

তানিয়া ও তার দল পৃথিবীতে ফিরে আসার পর, তারা তাদের অভিজ্ঞতা পৃথিবীর মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সংবাদমাধ্যম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা এন্ড্রোমিডার ঘটনাগুলো তুলে ধরেন। মানুষের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য তারা বিভিন্ন সভা-সম্মেলন আয়োজন করেন, যেখানে তারা বোঝানোর চেষ্টা করেন, কীভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তোলা সম্ভব।

শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তন

তানিয়া ও তার দল বুঝতে পারেন, শুধুমাত্র উপদেশ বা অভিজ্ঞতা ভাগ করলেই পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই তারা শান্তি ও সহাবস্থান নিয়ে একটি বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা "এন্ড্রোমিডা শিক্ষা প্রকল্প" নামে একটি প্রোগ্রাম শুরু করেন, যেখানে মানুষকে শেখানো হয়, কীভাবে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায়।

এই উদ্যোগের ফলাফল দ্রুতই দেখা দিতে শুরু করে। তরুণ প্রজন্ম আগ্রহের সঙ্গে এন্ড্রোমিডার গল্প শোনে এবং বোঝে যে, পারস্পরিক সংঘর্ষ, যুদ্ধ, ও বিদ্বেষ একসময় মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তারা নিজেদের সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে শুরু করে।

বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে আলোচনা

তানিয়া ও তার দল বুঝতে পারেন, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের মন পরিবর্তন করলেই হবে না; পরিবর্তন আনতে হবে নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও। তারা জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সেখানে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করেন, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

তানিয়া সভার মঞ্চে উঠে বলেন, "এন্ড্রোমিডার গৃহযুদ্ধ আমাদের জন্য একটি শিক্ষা। আমরা যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভাজন, যুদ্ধ এবং ঘৃণা দূর করতে না পারি, তবে একদিন আমাদের অবস্থাও তাদের মতোই হবে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলা যায়।"

তানিয়ার এই বক্তব্য নেতাদের মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। তারা বুঝতে পারেন, কেবলমাত্র অর্থনীতি বা সামরিক শক্তি দিয়ে একটি জাতিকে এগিয়ে নেওয়া যায় না; বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহমর্মিতা, ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব।

বিশ্বে শান্তির নতুন পথ

এন্ড্রোমিডার ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসক ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও সংঘাত বন্ধ করার জন্য নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাতিসংঘে নতুন নীতিমালা গৃহীত হয়, যেখানে বলা হয় যে, ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

এছাড়া, যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে নতুন সহযোগিতা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য নতুন নতুন গবেষণা শুরু হয়।

ইমতিয়াজের পরিবর্তন

ইমতিয়াজ ও তার দলের সদস্যরাও তাদের ভুল বুঝতে পারেন। তারা উপলব্ধি করেন, সহিংসতা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়। তাই তারা নিজেদের জীবন পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন।

ইমতিয়াজ তানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাকে জানায় যে, সে শান্তির প্রচারে কাজ করতে চায়। একসময় যারা সংঘর্ষের পক্ষে ছিল, তারা এখন শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করে।

এক নতুন পৃথিবীর সূচনা

ধীরে ধীরে, পৃথিবীর সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়। মানুষ বুঝতে পারে, সহিংসতা কোনো সমস্যার সমাধান নয়, বরং এটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে।

তানিয়া ও তার দল এই পরিবর্তনের সাক্ষী হয়। তারা অনুভব করেন, তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। তবে এটি কেবল শুরু; এই শান্তিকে ধরে রাখার দায়িত্ব এখন সকল মানুষের।

এন্ড্রোমিডার সংঘাত পৃথিবীকে শিখিয়ে গেছে—শুধু প্রযুক্তির উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, বরং মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নই মানবতার প্রকৃত মুক্তির পথ।

অধ্যায় ১০: নতুন যুগের সূচনা

তানিয়া এবং তার দলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এন্ড্রোমিডা ও পৃথিবী উভয়েই এক নতুন যুগের সূচনা করল। এটি ছিল শান্তি, সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের যুগ—একটি এমন যুগ, যেখানে যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনাই ছিল প্রধান অস্ত্র, যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুঁজে নেওয়া হয়েছিল, এবং যেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার কেবল ধ্বংসের জন্য নয়, বরং কল্যাণের জন্য করা হতো।

মানবজাতি ও এলিয়েনদের এক নতুন বন্ধন

এন্ড্রোমিডার সংঘাতের অবসান ঘটানোর পর, পৃথিবীর মানুষ আর এলিয়েনদের মধ্যে দীর্ঘদিনের ভুল বোঝাবুঝি কেটে গেল। অতীতের সন্দেহ, ভীতি ও বিদ্বেষকে পেছনে ফেলে, তারা নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা এন্ড্রোমিডায় আসতে শুরু করলেন। তারা এলিয়েনদের উন্নত প্রযুক্তি ও জ্ঞান অধ্যয়ন করলেন এবং নিজেদের আবিষ্কারগুলিও ভাগ করে নিলেন। একসময় যে দুই জাতি একে অপরকে শত্রু মনে করত, তারা এখন একে অপরের সহযাত্রী হয়ে উঠল।

এন্ড্রোমিডার শহরগুলো ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার গড়ে উঠতে শুরু করল। মানবজাতি তাদের উন্নত নির্মাণশৈলী ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এলিয়েনদের পুনর্গঠনে সাহায্য করল। একইভাবে, এলিয়েনদের শক্তিশালী ও টেকসই প্রযুক্তি পৃথিবীর মানুষকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল।

প্রযুক্তি এবং সভ্যতার নতুন দিগন্ত

এন্ড্রোমিডার এলিয়েনদের কাছে এমন সব উন্নত প্রযুক্তি ছিল, যা মানুষের চিন্তার বাইরের। তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, শক্তির ব্যবহার এবং মহাকাশ ভ্রমণের ক্ষমতা পৃথিবীর তুলনায় বহুগুণ এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে, মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এলিয়েনদের জন্য নতুন পথ খুলে দিল।

এই দুই জাতির মধ্যে জ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানের ফলে পৃথিবীতে নবজাগরণ শুরু হলো।

- **শক্তির নতুন উৎস:** এলিয়েনদের উন্নত শক্তি ব্যবস্থার সাহায্যে পৃথিবী জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনল। তারা নবায়নযোগ্য শক্তির আরও কার্যকর পদ্ধতি আবিষ্কার করল, যা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করে না।
- **চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিপ্লব:** এলিয়েনদের উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির মাধ্যমে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় সম্ভব হলো। গড় আয়ু বৃদ্ধি পেল, আর মানবজাতি আরও সুস্থ ও শক্তিশালী হয়ে উঠল।
- **মহাকাশ অনুসন্ধানের নতুন দিগন্ত:** পৃথিবীর মানুষ এখন মহাকাশ ভ্রমণে আরও দক্ষ হয়ে উঠল। এলিয়েনদের সহায়তায়, তারা নতুন গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ অনুসন্ধান করা শুরু করল, যেখানে ভবিষ্যতে মানব বসতি স্থাপনের সম্ভাবনা তৈরি হলো।

একত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

যে পৃথিবী একসময় বিভাজন, জাতিগত সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের দ্বারা জর্জরিত ছিল, সেই পৃথিবীতে এবার নতুন এক চেতনা জন্ম নিল। মানুষ বুঝতে পারল, কেবল সহিংসতা এবং লোভের কারণে তারা কত বড় বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে এক নতুন বিশ্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, যেখানে প্রতিটি জাতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে, তারা আর কোনো যুদ্ধ করবে না, বরং যেকোনো সমস্যার সমাধান আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে করবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তি ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নতুন উদ্যোগ নেওয়া হলো। শিক্ষা ব্যবস্থায় "সহাবস্থান ও নৈতিকতা" বিষয়ক নতুন পাঠ্যক্রম চালু করা হলো, যেখানে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হলো, কিভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

ইমতিয়াজের পরিণতি

যে ব্যক্তি একসময় তানিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল, সে-ই এখন তার সবচেয়ে বড় সমর্থক হয়ে উঠল। ইমতিয়াজ, যে সহিংসতার মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিল, সে এখন উপলব্ধি করল যে, সত্যিকারের শক্তি হলো শান্তি ও ন্যায়বিচারের মধ্যে।

তানিয়ার সঙ্গে আলোচনার পর, ইমতিয়াজ তার নিজের অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চাইল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার ভুল শুধরে নেবে। সে নিজেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদন করল এবং এন্ড্রোমিডা ও পৃথিবীর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করল।

তার নেতৃত্বে, একসময় যারা সহিংসতায় বিশ্বাস করত, তারাই এখন শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে শুরু করল।

একটি নতুন মহাবিশ্বের সূচনা

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ ভেবেছিল, তারা এই বিশাল মহাবিশ্বে একা। কিন্তু এখন, তারা বুঝতে পেরেছে, তারা একা নয়। এলিয়েনরা কেবল কোনো দূর গ্রহের অধিবাসী নয়, বরং তারা এই মহাবিশ্বেরই অংশ, যেমন মানুষও এরই অংশ।

এন্ড্রোমিডা এবং পৃথিবীর এই নতুন যুগ কেবল দুটি সভ্যতার জন্য নয়, বরং পুরো মহাবিশ্বের জন্য একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করল।

তানিয়া, আয়মান, লিনা, মন্টি, এবং কিরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা জানত, তাদের যাত্রা এখানেই শেষ নয়। বরং এটি ছিল আরও বড় এক অভিযানের শুরু।

তারা এবার আরও গভীর মহাবিশ্বের দিকে যাত্রা করবে—আরও নতুন সভ্যতা, আরও নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির সন্ধানে। কারণ তারা জানত, শান্তি এবং সহযোগিতাই হলো সভ্যতার প্রকৃত ভবিষ্যৎ।

এই মহাবিশ্বের অজানা গন্তব্যের দিকে আমাদের যাত্রা চলতে থাকবে...

(সমাপ্ত)